কুমির

শংকর

শিল্পী অতনু রায়

কথা থেকে প্রকাশিত একটি 300m থিংকবুক

সবাই আমাকে রাজা বলে ডাকে। কেরালার একটা ছোট্ট গ্রামে আমার দাদু আর দিদার সাথে আমি থাকি।

একবার আমাদের বাড়ির কাছের একটা পুকুরে আমি একটা মস্ত কুমির দেখতে পেয়েছিলাম।

কুমিরটা সেখানে থাকলে আমি কিছু মনে করতাম না। কিন্তু সেটা আমাদের মাছগুলো খেয়ে ফেলুক তা আমি চাইনি।

একটা গাছের পিছনে দাঁড়িয়ে আমি ওটার দিকে একটা ইট ছুড়ে মারলাম। কিন্তু কুমিরটা সড়াৎ করে জলে নেমে ডুব দিল।

আমি কি তাহলে একটা দড়ি ব্যবহার করব?
আমাদের গরুগুলিকে শক্ত দড়ি দিয়ে
গোয়ালে বেঁধে রাখা হয়।

কিন্তু দাদু তো আমাকে
একটাদড়িও নিতে দেবেন না!
তাই দাদুর বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত
আমি অপেক্ষা করলাম।

তারপর আমি চুপচাপ একটা দড়ি নিয়ে পুকুরের কাছে গেলাম। দড়ির একটা দিকে একটা ফাঁস বানালাম, আর অন্য দিকটা বড় একটা গাছের সাথে বেঁধে দিলাম।

পরের দিন সকালবেলা আমি দৌড়ে পুকুরটার কাছে গেলাম। দেখি যে সেখানে একটা বিরাট বড় কুমির... ধরা পড়েছে। আমাকে দেখেই কুমিরটা গর্জন করে মস্ত একটা হাঁ করে তেড়ে এল।

খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। অনেক লোকজন জড়ো হল। আমাদের ক্লাসের সবাইকে নিয়ে মাস্টারমশাইও এলেন।

নিজেকে আমার একজন হিরো মনে হতে লাগল! ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ কুমিরটাকে আঘাত করতে চাইল। আমি তাদের বললাম যে এটা আমার কুমির, আর আমি এটাকে ছেড়ে দিতে চাই।

কিন্তু তারা বলতে লাগল যে
এটাকে মেরে ফেলতেই হবে।
আমি একা আর অসহায় হয়ে
পড়লাম।

তখন দাদু এলেন! তিনিই একমাত্র
আমার কুমিরটাকে বাঁচাতে পারেন।

দাদু বেশ জোরে বললেন যে কেউ যেন
কুমিরের কোনও ক্ষতি না করে। তারপর
আমার দিকে ফিরে বললেন, “রাজা,
কুমিরটাকে ছেড়ে দাও, এক্ষুনি।”

আমরা ঠিক করলাম যে কুমিরটাকে
মন্দিরের পাশের বড় পুকুরে নিয়ে যাব,
যেখানে অনেক কুমির আছে।

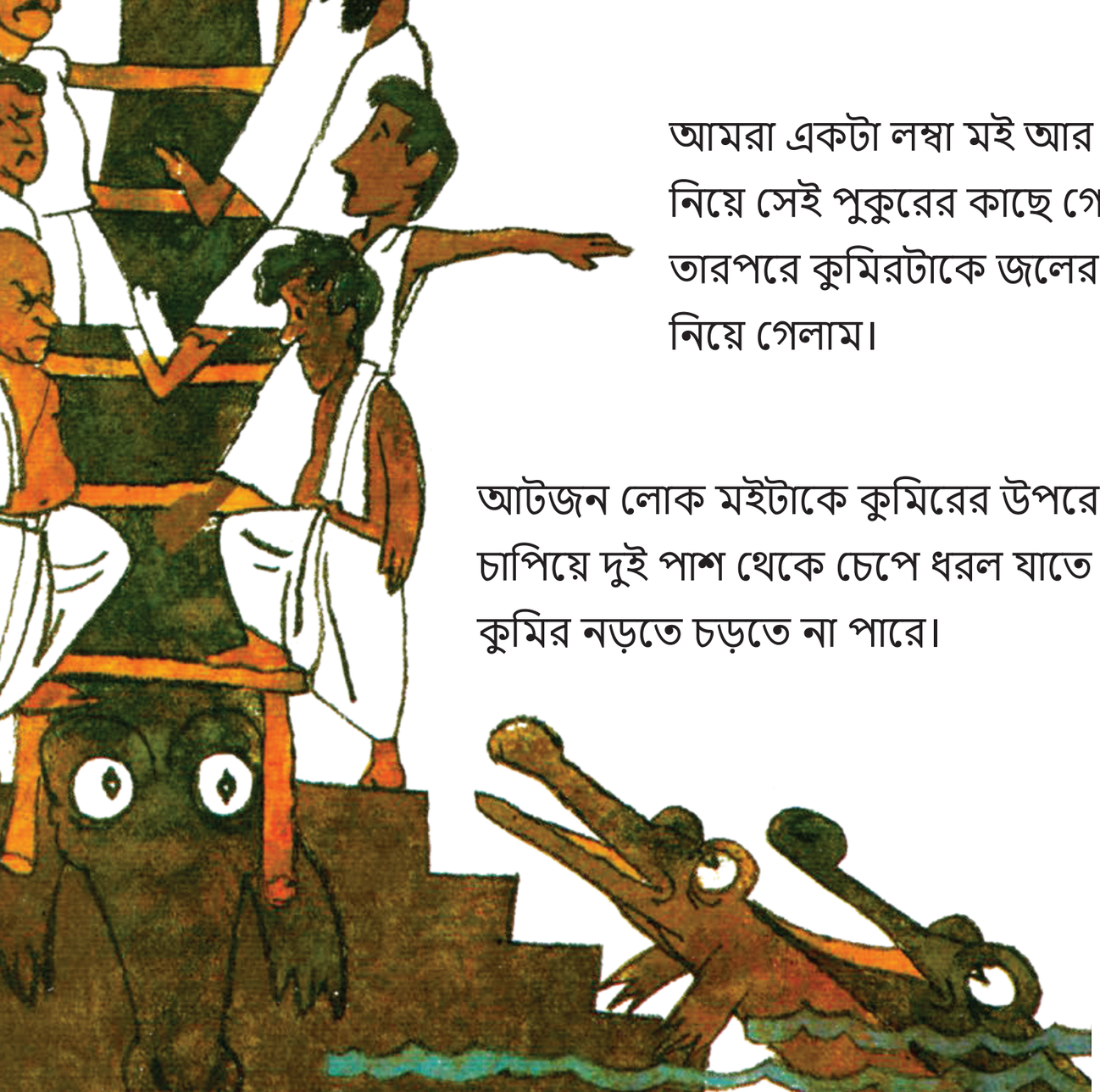

আমরা একটা লম্বা মই আর কুমিরটাকে
নিয়ে সেই পুকুরের কাছে গেলাম।
তারপরে কুমিরটাকে জলের কাছে
নিয়ে গেলাম।

আটজন লোক মইটাকে কুমিরের উপরে
চাপিয়ে দুই পাশ থেকে চেপে ধরল যাতে
কুমির নড়তে চড়তে না পারে।

তারপরে কুমিরটাকে বেঁধে রাখা দড়িটা
আমি কেটে দিলাম। মইটা তুলে নিতেই
কুমির জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কয়েকদিন পরে দেখলাম যে
কুমিরটা সেই পুকুরটাতে ফিরে
গিয়েছে যেখানে আমি তাকে
প্রথম দেখেছিলাম ...
সেখানে সে রোদ পোহাচ্ছে!

শংকর – কে. শংকর পিল্লাই –জন্মেছিলেন কেরালাতে। ইনি লেখক এবং ছোটদের বইয়ের চিত্রকর – চিলড্রেনস বুক ট্রাস্ট এবং শংকর ইন্টারন্যাশনাল ডলস মিউজিয়াম স্থাপনের জন্য তিনি বিখ্যাত। ১৯৭৬ সালে তাঁকে পদ্ম বিভূষণ উপাধি প্রদান করা হয়।

একশোর বেশি ছোটদের বইয়ের জন্য ছবি এঁকেছেন অতনু রায়। রায় এক সময়ে ইন্ডিয়া টুডেতে রাজনৈতিক ব্যঙ্গ চিত্রশিল্পীর চাকরি করতেন। তিনি বইয়ের ছবি আঁকার জন্য চিলড্রেন'স চয়েস অ্যাওয়ার্ড এবং আইবিবিওয়াই সার্টিফিকেট অফ অনার পেয়েছেন।

কথা KATHA

কথা একটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত অলাভজনক সংস্থা (www.katha.org),যা ১৯৮৮ সাল থেকে স্বাক্ষরতা থেকে সাহিত্য পর্যন্ত সব কিছু নিয়েই ধারাবাহিক ভাবে কাজ করে চলেছে। দরিদ্র শিশুদের জন্য প্রকাশনা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের প্রায় ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

"ভারতের মুকুটে একটি শিক্ষামূলক রত্ন।" **- নায়োউকি শিনোহারা, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আইএমএফ**

"বিশ্বের সমস্ত শহরগুলিতে সাধারণ এবং চরম দুর্দশা নিয়ে কর্মরত সমস্ত সৃজনশীল প্রকল্পগুলির একটি দৃষ্টান্ত হল কথা।"
- চার্লস ল্যান্ড্রি, দ্যা আর্ট অফ সিটি মেকিং

"শিশুদের জন্য কথার মনে সত্যিকারের একটি কোমল স্থান রয়েছে। তাই ... শিশুদের জন্য এই জাতীয় চমৎকার বইগুলির সৃষ্টি করে।"
- টাইম আউট

"কথা যে ধারণার ভিত্তিতে কাজ করে তা হল শিশুরা তাদের সমাজে বাস্তব এবং দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারে, যেমন তারা [তাদের বইতে] আনে।"
- পেপারটাইগারস

এই সংস্করণটির প্রথম প্রকাশনা 2021
গ্রন্থস্বত্ব © কথা, 1994, 2021
পাঠ্যস্বত্ব © শংকর
চিত্রশিল্প স্বত্ব © কথা
এ3, সর্বোদয় এনক্লেভ, শ্রী অরবিন্দ মার্গ, নয়া দিল্লি 110 017
ফোন: 91-11 4141 6600 . 4141 6610
ই-মেইল: editors@katha.org, ওয়েবসাইট: www.katha.org
ISBN 978-93-82454-65-6

আমাদের উদ্দেশ্য: প্রতিটি শিশু যেন ভালোভাবে এবং আনন্দের জন্য পড়ে!

১৯৮৮ সালে শুরু হওয়া কথা একটি নিবন্ধীকৃত অলাভজনক সংস্থা। আমরা স্বাক্ষরতা থেকে সাহিত্য পর্যন্ত সব কিছু নিয়েই কাজ করি। শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের আনন্দবর্ধনে নিয়োজিত থেকে, আমরা ১,০০,০০০-এরও বেশি দরিদ্র শিশুদের ভালো মানের বই ও সহায়তা দিয়ে গ্রেড-স্তরের পড়াশোনায় নিয়ে আসার জন্য কাজ করি।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত! প্রকাশকের থেকে আগাম লিখিত অনুমতি ব্যতীত এই বইয়ের কোনও অংশই কোনও ভাবে পুনরুৎপাদন অথবা ব্যবহার করা যাবে না।

এই বইগুলির বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত আয়ের ১০% অবহেলিত শিশুদের পড়াশোনা ও আজীবন শিক্ষার কর্মসূচিতে ব্যয় করা হয়।

আই লাভ রিডিং লাইব্রেরি হল বইয়ের একটি অনন্য সিরিজ, যা নতুন এবং দ্বিধাগ্রস্ত পাঠকদের সাবলীলভাবে পড়তে সহায়তা করে। পাঠের বিভিন্ন স্তরে থাকা শিশুদের শেখার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে উচ্চমানের বিষয়বস্তু এবং নকশার সাহায্যে, এটি ভারত এবং বিশ্বের সেরা সাহিত্যিক সৃষ্টি এবং শিল্পকর্মকে একত্রিত করেছে। আমাদের বইগুলি গীতা ধর্মরাজনের স্টোরিপেডাগজি™ প্রকাশ করে - এটি একটি অনন্য শিক্ষামূলক মডেল, যা বিশেষভাবে প্রথম প্রজন্মের পাঠকদের পড়ার আনন্দকে বাড়িয়ে দেয়, এবং শিশুকে বিগ আইডিয়া এবং টা-ডার আকর্ষণীয় জগতে নিয়ে যায়!(TA-DAA--ভাবুন, প্রশ্ন করুন, আলোচনা করুন, কাজ করুন এবং অর্জন করুন)।

কথা-র হলিস্টিক আর্লি লার্নিং (খেল অথবা KHEL) ল্যাব সরকারি, অলাভজনক এবং বেসরকারি স্কুল শিক্ষকদের জন্য বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করে। অনলাইনে চলা এই এফ2এফ (F2F--মুখোমুখি) কর্মশালাগুলি শিক্ষক, বিদ্যালয়ের প্রশাসক এবং স্বেচ্ছাসেবকদের "রিডিং টিচার্স সার্টিফিকেট" প্রদান করে। আরও জানার জন্য আমাদের 300m@katha.org-এ লিখুন

এই সমস্ত আইএলআর বইগুলি

ব্লু সিরিজে

আনন্দ নিতে এবং জানার জন্য পড়ুন

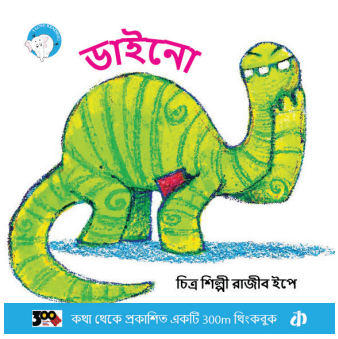

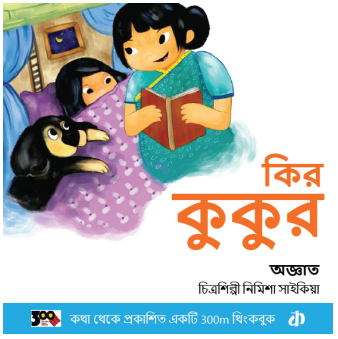

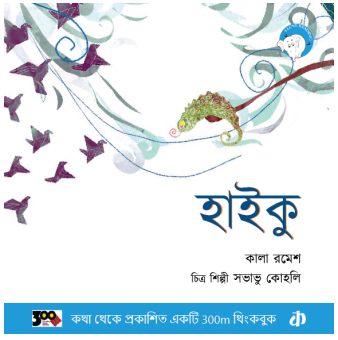

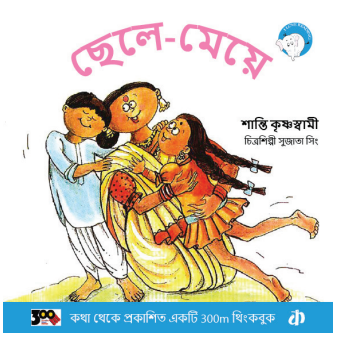

FOR OUR BOOKS

www.books.katha.org

"[কথা]... ভারতীয় প্রকাশনার ইতিহাসে একটি বিশেষ ও অনন্য মুহূর্ত।"
- বিখ্যাত দ্য ইকোনমিক টাইমস

for children
a katha book
ISBN 978-93-88284-81-3
9 789388 284813
www.katha.org
₹ xxx